পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে সাড়ে সাত কোটি টাকার রাস্তার কাজ শুরু

OFFICE OF THE
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
পূর্বস্থলী ১নং
পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ শনিবার পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দুটি নতুন ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রধান দিলীপ মল্লিক ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। নতুন রাস্তার উদ্বোধনকালে রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন যে, উন্নয়নের নিরিখে মানুষের একমাত্র ভরসা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উন্নয়ন নিয়ে কোনো রকম গড়িমসি নয় তাই নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে উন্নয়নের কাজ শেষ করার কথা তিনি বারবার বলে আসছেন তাই আমরা এই নতুন দুটি রাস্তার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে পেরে ভাল লাগছে। এদিন বকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাকর থেকে বকুলতলা ও বর্ধমান নাদন ঘাট রোড এ বৈধর পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন হল। জানা গেছে, দুটি ঢালাই রাস্তা তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে বাহাত্তর লক্ষ টাকা। আরও জানা গেছে, যে আগামীকাল প্রায় দুকোটি টাকার নতুন রাস্তার শিলান্যাস করবেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পূর্বস্থলী এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নজরুল মঞ্চে এই অনুষ্ঠানটি হবে। ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে চারটি গ্রাম পঞ্চোয়েতের বহু দিনের পড়ে থাকা পুরনো রাস্তা নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অনেকগুলো ঢালাই রাস্তা তৈরি করতে ব্যয় হবে প্রায় ২ কোটি টাকা। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে সাড়ে সাত কোটি টাকার টেন্ডার থেকে কাজ শুরু করল জেলা পরিষদ। এরমধ্যে দশটি রাস্তা এবং মেমারি ২ ব্লকের সাতগাছিয়া বাজার কমপ্লেক্স বৈদ্যুতিকরণ এর কাজও হাতে নিয়েছে জেলা পরিষদ। ভোটের আগেই এই সমস্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, এমনটাই জানিয়েছেন জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম। তিনি আরও জানিয়েছেন, যে রায়না ২ নম্বর ব্লকে কামারহাটি লাইব্রেরি থেকে কোনারপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার হবে এজন্য খরচ ধরা হয়েছে এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা। এছাড়াও প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্তেশ্বর ব্লকের ময়নামপুর থেকে কাটসিহি পর্যন্ত রাস্তার কাজ হবে। পূর্বস্থলী এক ব্লকের অধীন মথুরহাটি থেকে কাচুয়া মোড় পর্যন্ত রাস্তার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে প্রায় সাতাত্তর লক্ষ টাকা। এছাড়াও দীর্ঘ গ্রামের রাস্তা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা। পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের হল্ট স্টেশন থেকে তামাঘাটা পর্যন্ত রাস্তার দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু হয়েছে এরজন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। আউসগ্রাম এক নম্বর ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিল্ল গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে পালপাড়া মোড়-বেলড়ি রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় পয়ষট্টি কোটি টাকা। আউস গ্রাম ২ নম্বর ব্লকের মানকর কেনেলপুল থেকে প্রতাপপুর পর্যন্ত রাস্তার কাজ হবে এরজন্য বরাদ্দ হয়েছে এককোটি তিরিশ লক্ষ টাকা। মন্তেশ্বর ব্লকে মঙ্গলপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বড়াইগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় তিপান্ন লক্ষ টাকা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়েছেন যে, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে চারটি রাস্তা তৈরি হবে আর জেলা পরিষদের এক্তিয়ারে রয়েছে একশো বারোটি নতুন রাস্তা, এছাড়াও আর আই ডি এপ এর চারটি নতুন রাস্তার কাজ হবে। পঞ্চায়েত ভোট সামনে বলে রাস্তা সংস্কার হচ্ছে তা নয়। আমরা প্রতিনিয়ত টাকা বরাদ্দ হলেই আমরা বকেয়া কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করছি। আশা করব খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার কাজে শেষ হয়ে যাবে। ভোট আসছে বলে তড়িঘড়ি রাস্তার কাজ কার ভাবলে ভুল হবে, সারা বছরই আমাদের প্রচুর উন্নয়নমুখী কাজ চলছে।

হুগলির চন্দননগরে হনুমান জয়ন্তীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ চারিদিকে যখন রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অস্ত্রের রমরমা ঠিক তখনই নিজেদের পরম্পরা মেনে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অস্ত্রহীন শোভাযাত্রার আয়োজন করল হুগলির চন্দননগরের উর্দিবাজার গোপীনাথ ঘাটে শ্রী হনুমান মন্দির কমিটি। শনিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। সেই শোভাযাত্রায় দলমত নির্বিশেষে প্রায় হাজারখানেক মানুষ অংশগ্রহণ করে। হনুমানজির সঙসহ এই শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ ছিল প্রায় শ'তিনেক মহিলার একসাথে কলস যাত্রা। মহিলারা মাথায় কলসী নিয়ে পদযাত্রা সহকারে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসে পুনরায় হনুমানজির মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। এরপর সারাদিনব্যাপী চলে পূজার্চনা।

অস্ত্র নিয়ে এই শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে কমিটির সম্পাদক শীতল মিত্র বলেন, দলমত নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐক্য বজায় রেখে প্রত্যেক বছর হনুমান জয়ন্তীতে আমরা পথে বের হই।

১৪২৫ বঙ্গাব্দথেকে শিল্পাঞ্চলে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ

DURGAPUR
SUB-DIVISI

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ আগামী ১ বৈশাখ থেকে শিল্পাঞ্চলে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল করতে চলেছে মহকুমা প্রশাসন। ৫০ মাইক্রনের নীচে কোন প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না। ধরা পড়লে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই দিতে হবে জরিমানা। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা সাফ জানালেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক শঙ্খ সাঁতরা। তিনি জানান, নগর নিগম ও বণিক সভার সাহায্য নিয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে নগর নিগম এলাকা ও পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র মহকুমাতেই এই আইন বলবৎ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ৫ জুন ২০১৭ থেকে ৫০ মাইক্রনের নীচে পলিপ্যাক নিষিদ্ধ হয়েছে গোটা মহকুমা জুড়ে। গত প্রায় একবছরে এ নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচিও গ্রহন করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বাজার কমিটি গুলিকেও এব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকেও বলা হয়েছে বিকল্প ক্যারিব্যাগ উৎপাদন করতে। সেই কাঁচামালও বাজারে সহজলভ্য। আগামী ১ বৈশাখ থেকে সম্পূর্ণভাবে ৫০ মাইক্রনের নীচে ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি থার্মোকলের সামগ্রীও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। মহকুমাশাসক আরও জানান, মাছ, মাংস ও মিষ্টির দোকানগুলিতে প্রথমে নজরদারি চালানো হবে। আইন অমান্য করলে ক্রেতার ক্ষেত্রে ৫০টাকা ও বিক্রেতার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং এই নজরদারি লাগাতার চলবে। এর পাশাপাশি শহরকে পরিষ্কার রাখতে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার আবেদন জানান মহকুমা শাসক। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার অমিতাভ দাস জানান, ইতিমধ্যেই সব কাউন্সিলারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নিজের এলাকায় এবিষয়ে নজরদারি করার জন্য। আগামী বর্ষার আগেই এই পদক্ষেপ খুব জরুরী। শহরের বিভিন্ন নিকাশি নালায় প্লাস্টিক ও থার্মোকিল দ্বারা নির্মিত সামগ্রী জমেছে, ফলে অল্প বৃষ্টিতেই শহর জলমগ্ন হচ্ছে। নগরনিগমের পক্ষ থেকে নিকাশি নালাগুলিকে জেসিপি ও পোকল্যান মেশিন লাগিয়ে পরিষ্কার করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে অল্প বৃষ্টিতেই শহরের বেশ কিছু জায়গা জলমগ্ন হয়ে নাকাল হয় সাধারণ মানুষ। ফলে এবার প্লাস্টিক ও থার্মোকিল ব্যবহারে যথেষ্ট কড়া মনোভাব পোষণ করেছে প্রশাসন। ১ বৈশাখ থেকে লাগাতার নজরদারি ও অভিযান করা হবে। তার আগে আগামী কয়েকদিন বণিক সভাসহ মহকুমা প্রশাসন, নগরনিগম ও বিভিন্ন বাজারগুলিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্গাপুরের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে পুলিশের রুটমার্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রামনবমীর পরে আজ হনুমান জয়ন্তীকে ঘিরে দুর্গাপুরের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে পুলিশের রুটমার্চ হয়। রাণীগঞ্জ ও আসানসোলের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে শনিবার হনুমানজয়ন্তীর দুপুরে দুর্গাপুরের বেশ কিছু যায়গায় পুলিশের রুটমার্চ দেখা গেলো। দুর্গাপুর থানা এলাকায় মেইনগেট ও নঈমনগর এই দুই এলাকায় শনিবার দুপুরে বিশাল পুলিশ বাহিনী রুটমার্চ করে। উল্লেখ্য এর আগে দুর্গাপুরের এই দুই এলাকায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে মেইনগেট এলাকা বহুবার উত্তপ্ত হয়েছে। গত দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচনেও এই মেইনগেট এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে। এই এলাকায় ২০১২তে পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী জয়লাভ করে এবং ২০১৮ পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর থেকে মাত্র ১০০ ভোট বেশী পেয়ে তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করে। এই এলাকায় বারবার দুই গোষ্ঠীর সংঘাত হয়েছে। তাই হনুমানজয়ন্তীর দিনে মেইনগেট এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী টহল দেয়। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিসনারেটের সি আই (এ) চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মেইনগেট ও নঈমনগর এলাকায় রুটমার্চ হয়। এলাকার শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

দূষণে জেরবার কাঁকসা শিল্পতালুক, পর্ষদ নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দূষণে জেরবার কাঁকসার গ্রামগুলি। অভিযোগ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নির্বিকার থাকায় শিল্পপতিরা দূষণ ছড়াচ্ছে বিনা বাধায়। পঞ্চায়েত থেকে বেশ কিছু কারখানার মালিকদের কাছে দূষণ বন্ধের জন্য নোটিশ পাঠালেও বন্ধ হয়নি দূষণ ছড়ানো, বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। বাঁশকোপা-বামুনাড়া শিল্পতালুকের কারখানাগুলি ব্যাপকভাবে দূষণ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। গৃহবধূ সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় জানান, জানালা খুলে রাখলে ঘরে কালো ছাইয়ে ঘর ঢেকে যাচ্ছে। বামুনাড়া শিল্পতালুকে কর্মরত শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, বেশ কিছু শিল্পপতি ই এস পি মেশিন চালাচ্ছে না দিনেরাতে একবারের জন্যও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুলের শিক্ষিকার অভিযোগ, ক্লাস করার সময় ক্লাসের জানালার ভিতর দিয়ে অভ্রের মতো চকচকে ছাই ঢুকে যাচ্ছে এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে পড়ুয়াদের। গৃহবধূ মালতি গুঁই বলেন, বামুনাড়া শিল্পতালুকদের কারখানাগুলি কি হারে দূষণ ছড়াচ্ছে তা দেখতে হলে এই এলাকার দশটি গ্রামের যে কোন গ্রামের বাড়ির ছাদে এসে নিজের পায়ের তলা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। বামুনাড়ার এক বহুতল আবাসনের বাসিন্দা সুকান্ত সেন বলেন, গ্রাম এলাকা দেখে বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি কিনেছিলাম এখন দেখছি শহরের থেকে বেশী দূষণ এই এলাকায়। এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, খাবার খোলা রাখলে তার উপর কালো আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সব জেনেও নির্বিকার। শিল্পপতিদের সাথে কোন অর্থনৈতিক আওতায় থাকার জন্যই এভাবে শিল্পপতিরা দূষণ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শাসকদলের নেতা বলেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্যই এভাবে শিল্পপতিরা দূষণ ছড়াচ্ছে। গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান অর্পিতা ঢালি বলেন, তাঁরা দূষণ নিয়ন্ত্র পর্ষদকে লিখিতভাবে দূষণ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও দূষণ নিয়ন্ত্রণ হয় নি। দুর্গাপুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ার অঞ্জন ফৌজদার বলেন, অভিযোগ পেয়েছিলাম এবং অভিযান চালিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, তারা দ্রুত অভিযান চালাবেন কারখানাগুলিতে।

এক স্কুলছাত্রীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ একুশ দিন নিখোঁজ থাকার পর এক স্কুলছাত্রীর পচা-গলা মৃতদেহ দেহ উদ্ধার করল কালনা থানার পুলিশ।

শুক্রবার সন্ধে নাগাদ মৃতদেহটি কেয়ারীনগর ঘাট থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নিভুজি বাজারের ভাগীরথী নদীর চর থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, যে মৃত ওই ছাত্রীর নাম রুবিয়া খাতুন। ধাত্রীগ্রাম হাইস্কুলের দশম শ্রেণিতে পড়তো সে।

বাড়ি কালিনগরে। পুলিশ সূত্রে আরো জানা গেছে যে, গত ৯মার্চ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই স্কুলছাত্রী। পুলিশ তদন্তে নেমে তার সাইকেলটি উদ্ধার করলেও রুবিয়া খাতুন নিখোঁজ থেকে যায়।

শেষমেষ ভাগীরথী নদীর চড়া থেকে ওই স্কুলছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিখোঁজ থাকার পর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় উঠেছে নানান ধরনের প্রশ্ন। কি করে, কেনই বা ওই স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হল পুলিশকে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করার কথা জানিয়েছেন তার পরিবারের লোকজনেরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাঁকুড়ায় সংকারের ফি এক ধাক্কায় ৫০০ থেকে বেড়ে ২০০০

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মৃতদেহ সংকারের জন্য ফি বাড়াচ্ছে বাঁকুড়া পুরসভা। আজ রবিবার থেকেই এই সংকার ফি এক ধাক্কায় ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০০০ টাকা হচ্ছে। বাঁকুড়ার উপ-পৌরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল এই ফি বাড়ানোর কথা জানিয়ে বলেন, লক্ষ্যাতড়া শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির মেরামতির কাজ চলছে। সেই কারণে সংকার আপাতত বন্ধ রয়েছে। দিলীপবাবু বলেন, বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার খাতে খরচের চাপ কিছুটা কমাতে এই ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন মর্গ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পুরানোটিতে লাশ রাখা হচ্ছে। কোনও লাশ দীর্ঘদিন জমা রাখা যাবে না। এধরনের জমে যাওয়া লাশ প্রতি মাসে বাঁকুড়া পুরসভাকে সংকার করতে হবে। জেলাশাসক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মৌমিতা গোদারা বাঁকুড়া পুরসভাকে এই মর্মে চিঠিও দিয়েছেন। এই চিঠির ভিত্তিতে পুরসভার পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে হিন্দু সংকার সমিতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেজিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ১৭৬৩টি বেওয়ারিশ মৃতদেহ সংকার করা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। হাসপাতাল মর্গ থেকে ট্রাক্টরে করে মৃতদেহগুলি নদীর তীরে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ডোম লাগিয়ে সংকার করা হয়। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ৭ মার্চ বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে উন্নয়নমূলক কাজের মূল্যায়ন সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতাল মর্গে হাজারেরও বেশি মৃতদেহ জমে থাকার ঘটনা এবং তাতে তৈরি হওয়া জটিল সমস্যার কথা বাঁকুড়ার বিধায়ক শম্পা দরিপা জানান। এই সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, মর্গে অনির্দিষ্টকাল মৃতদেহ জমিয়ে রাখা যাবে না। এই ধরনের জমে থাকা লাশ ১৫ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া পুরসভাকে সংকার করতে হবে। এজন্য তিনি একটি কমিটিও গড়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া নির্দেশের পর পুরসভার পক্ষ থেকে মৃতদেহগুলি সংকার করা হয়। বাঁকুড়া হাসপাতালের এই সমস্যা সমাধানে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা। তিনি রোগী কল্যাণ সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে এই সমস্যা দেখে তা সমাধানে উদ্যোগী হন। পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছ থেকে মৃতদেহগুলি দ্রুত সংকারের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য তিনি চিঠি লেখেন। সেই সময় বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও সমস্যাটি জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসককে জানিয়েছিল। তিনি তা পুরসভাকে জানিয়ে ছিলেন। পুরসভার পক্ষ থেকে এই সংকারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে জানালে সেই টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও জেলা প্রশাসন তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই সময়। তা সত্ত্বেও বিষয়টির সমাধান সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে তা ১০ দিনে হয়ে যায়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আরও একটি মর্গ তৈরির কথা বলেন। এবিষয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন, পুরাতন মর্গের পিছনে নতুনটির জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন মর্গে আধুনিক লাশ রাখার ট্রে এবং কুলিং সিস্টেম থাকবে। পূর্ত দপ্তর নির্মাণ প্রস্তাব তৈরি করছে। এই মর্গ দ্রুত রূপায়িত হবে।

নলিনী নার্সিং হোম
পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি
ডাঃ কৌশিক কুণ্ডু
MBBS (KOL.), M.S. (G & O), Chennai.
Consultant Gynoecologist & Obstetruician.
Special Interest : Infertility.
প্রতি মঙ্গলবার
Laparoscopy (মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।
Ph. No.- 03211-255013/ Mob.- 8926893081

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222